গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।
E-mail: urcharirampur@gmail.com

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

সমতাভিত্তিক ও মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে ইউআরসি, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক দায়িত্ব সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রের উপর এবং তা বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষাকে সাংবিধানিকভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য মানসম্মত শিক্ষকের বিকল্প নেই। মানসম্মত শিক্ষক তৈরীর লক্ষ্যে উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ৩৬০জন, ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭০জন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩২৫ জন, শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং training tracking software এ শতভাগ এন্ট্রি এবং Google meet app সম্পর্কে Orientation সম্পন্ন করেছে এবং সরাসরি ও অনলাইন পাঠদানে সার্বিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। শিখন ঘাটতি পূরণ পরিকল্পনা সহ বার্ষিক সময়াবদ্ধ পাঠ পরিকল্পনা (recovery lesson plan) উপজেলাধীন শিক্ষকগণকে অবহিত করা হয়েছে। বিদ্যালয়সমূহ প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিতভাবে একাডেমিক সুপারভিশন (সরাসরি ও ভার্চুয়াল) সম্পন্ন করা হয়েছে। বিদ্যালয় রিওপেনিং এর পর শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে শ্রেণিওয়ারি বাংলা ও ইংরেজি লিখন ও পঠন দক্ষতা উন্নয়ন এবং গণিতের মৌলিক বিষয়সমূহসহ বাড়ির কাজ ও ধারাবাহিক মূল্যায়নে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ইউআরসি সংলগ্ন মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে যাবতীয় পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদযাপন, বৃক্ষরোপন কর্মসূচী, বিদ্যালয় পর্যায় মা সমাবেশ, হোম ভিজিট, উঠান বৈঠক, শিশু বরণ, covid-১৯ সতর্কীকরণ বিষয়ে zoom meeting করে ছাত্র অভিভাবকগণকে স্বাস্থ্য সেবা, সামাজিক দূরত্ব, ২০ সেকেন্ড সাবান দিয়ে হাত ধোয়ায় উদ্‌বুদ্ধকরণ, উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভা সহ বিভিন্ন কার্যক্রম উপজেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে সমন্বয় করে কর্মসম্পাদন করা হয়।

নিম্নে সাম্প্রতিক বছর সমূহের বিশেষ বিশেষ অর্জনসমূহ উল্লেখ করা হলো-

- উপজেলার শিক্ষকগণকে বিষয়ভিত্তিক সহ অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যমে শিক্ষকগণ পেশাগত দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিখন- শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে দক্ষ হয়েছেন।

- শিক্ষকগণকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পাঠসংশ্লিষ্ট উপকরণের চাহিদা শনাক্তকরণ, উপকরণ সংগ্রহ, তৈরী, ব্যবহার ও সংরক্ষণে দক্ষ করে গড়ে তোলা হয়েছে।
- বিদ্যালয় পরিদর্শনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণের যথাযথ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন হচ্ছে কিনা তা তদারকির মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত উন্নতি সাধন করা হয়েছে।
- উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ তৈরী ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- প্রধান শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে একাডেমেক লিডার তৈরীর মাধ্যমে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা ও শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক যোগ্যতার প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়ে পাক্ষিক সভার মাধ্যমে প্রাপ্ত চাহিদাগুলোকে অগ্রাধিকারের মাধ্যমে বিন্যাস করে চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার লিফলেট তৈরী করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদন করে তা বাস্তবায়ন, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণের মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- বিদ্যালয়গুলোতে Teacher Support Network through Lesson Study (TSN) কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন এবং শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কার্যক্রমের মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
- প্রতিটি পরিদর্শনে বাল্যবিবাহ, শুদ্ধাচার, মাদক, জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাস বিরোধী কার্যক্রম বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সহিত মতবিনিময় করেছেন।
- শুদ্ধাচার চর্চার মাধ্যমে দুর্নীতি মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে ইউআরসি আয়োজিত প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ:

- বিদ্যালয় রিওপেনিং এর পর শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণ।
- মানসম্মত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং ঝরে পড়া হ্রাসকরণ।
- দরিদ্র ও অস্বচ্ছল অভিভাবগণকে তাঁদের শিশুদের বিদ্যালয়ে প্রেরণে উদ্‌বুদ্ধ করা।
- পর্যাপ্ত অবকাঠামোর অভাব ও জনবল স্বল্পতা।
- শিক্ষকগণের প্রেষণা ও উদ্দীপনা প্রদানের ঘাটতি।
- গতানুগতিক পাঠদানের প্রবনতা রোধে প্রধান শিক্ষকদের সাথে মাসে একবার একাডেমিক কার্যাবলী (শিখন- শেখানো) সংক্রান্ত মতবিনিময়ের ব্যবস্থা না থাকা।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের রিফ্রেসার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা; অর্থবছরের শুরুতে প্রশিক্ষণ শুরু করতে না পারা।
- Action Research ও নিউজ লেটার এর জন্য বরাদ্দ না থাকা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

Covid-১৯ পরবর্তী and Recovery Plan বাস্তবায়ন, লিখন ও পঠন দক্ষতা উন্নয়ন এবং সরাসরি পাঠদানের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখতে সার্বিক সহায়তা প্রদান। পর্যায়ক্রমে দুই শিফটের বিদ্যালয়কে এক শিফটে রূপান্তর করে কন্ট্যাক্ট সময় বৃদ্ধি করে শিখনফল অর্জন এবং

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে প্রাক-প্রাথমিক স্তর এক বছর থেকে দুই বছরে উন্নীত করার জন্য গৃহীত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষকের মাধ্যমে পাঠদান নিশ্চিত করা। শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন শিক্ষকগণের গুণগত মান বৃদ্ধি করা। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সকল শিক্ষকগণকে শ্রেণিকক্ষে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান প্রয়োগে আন্তরিকতা বৃদ্ধি করতে হবে। উপজেলার অভ্যন্তরীন ও স্থানীয় প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অধিকতর সফলতা অর্জনের জন্য শিক্ষক ডেপুটেশনের সার্বিক দায়িত্ব ইউআরসি ইন্সট্রাক্টরকে প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়াও ইউআরসি হরিরামপুর নিম্নোক্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে-

- শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে সাপ্তাহিক মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।
- আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, প্রেষণা ও উদ্দীপনা প্রদান করা।
- শ্রেণি কার্যক্রম পরিদর্শন (নিবিড়) ও সুপারভিশন জোরদার করা।
- Google meet app ব্যবহার করে Virtual পাঠদান অব্যাহত রাখতে সহায়তা প্রদান।
- পাঠপরিকল্পনা ও শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষকগণকে উৎসাহ ও প্রেষণা প্রদান করা।
- উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত বিভিন্ন কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা।
- বাল্য বিবাহ রোধ করা, শুদ্ধাচার, মাদককে না বলা ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করা।
- Action Research ও নিউজ লেটার প্রকাশ করা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পঠন ও লিখনশৈলীর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ ও এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা অব্যাহত রাখা।

২০২৩ -২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- অনলাইন বিদ্যালয় পরিদর্শন (ই- মনিটরিং) কার্যক্রম ফলপ্রসূ ও জোরদার করা।
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের পঠন ও লিখন শৈলীর দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ এবং one day one word কার্যক্রম বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা। (ইনোভটিভ আইডিয়া হিসাবে one day one word বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রনয়ণ)
- শিক্ষার্থীদের শিখন ঘাটতি পূরণে সাপ্তাহিক মূল্যায়ন ও রেকর্ড সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান।
- শিক্ষকদের চাহিদার আলোকে প্রমাপ অনুযায়ী সাব-ক্লাস্টার লিফলেট প্রনয়ণ ও প্রশিক্ষন কার্যক্রম পরিদর্শন করা।
- Multimedia ও অন্যান্য আধুনিক শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে আধুনিক পাঠদান পদ্ধতি/ ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে Google meet and whatsapp - এ শ্রেণিকার্য পরিচালনা করতে উৎসাহ প্রদান।
- স্ব- স্ব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের মাধ্যমে যোগ্যতাভিত্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রেষণা ও তাগিদ দেওয়া।
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম/সাংস্কৃতিক চর্চা এবং শুদ্ধাচার বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষর্থীদের উদ্‌বুদ্ধ করা।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ময়মনসিংহ ও আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ডিপিএড ৪র্থ টার্মের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্নকরণে সার্বিক সহায়তা প্রদান।

- নির্ধারিত সময়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ও প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের আলোকে শিখন শেখানো কাজে সহায়তা করা।
- প্রাক প্রাথমিক শ্রেণির জন্য বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন।
  Home visit, মা সমাবেশ, উঠান বৈঠক ও অভিভাবক দিবসেন মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, মাদক ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধ করা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার নিমিত্তে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণের সহিত মতবিনিময় অব্যাহত রাখা।

মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
ইন্সট্রাক্টর
উপজেলা রিসোর্স সেন্টার
হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ।
মোবাইল: ০১৭১১৩৫৬৭৬০